দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা: রবিবার ১৭ আষাঢ় ১৪১৯
১ জুলাই ২০১২

সোয়া ৩ কোটি টন চালের ২ কোটি টন তুষ কই?

• প্রফেসর ড. মো. সদরুল আমিন •

বর্তমান বছরের বাজেট নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ অন্তত মিডিয়াতে কমই হয়েছে। হতে পারে বাজেট অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছে, অথবা বলার তেমন কিছু স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি, অথবা বলে তেমন কোনো লাভ হবে না। কারণ সরকার তার নির্ধারিত পথেই বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। তবে একটা কথা হল: সরকার যদি নির্বিঘ্নভাবে প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন করে তবে তাদের বর্ধিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ইপ্সিত ফল লাভ হবে কী? হলে ভাল, না হলে দোষ কার হবে? কথাটা বললাম এ জন্য যে একটি দেশের বাজেট ফলপ্রসূ হয় মূলত ৩টি ভিত্তির উপর নির্ভর করে, যথা- ১. তথ্য ভিত্তি ২. আগ-পিছ পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত এবং ৩. বাস্তবায়ন দক্ষতা।

বাংলাদেশের তথ্য ভিত্তি সম্পর্কে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ সন্দেহ পোষণ করেন। বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে বিবিএস, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং জনগোষ্ঠির তথ্যে গ্রাহ্য পার্থক্য বিদ্যমান। সরকার বাজেট প্রণয়নে কার তথ্য কতটুকু কীভাবে আমলে নিয়েছে তা পরিস্কার নয়। তাতে বলা যায় বাজেট খাত-ভিত্তিক বরাদ্দের সঠিকতা প্রশ্নাতীত নয়। আমরা যেকোনো আকারে প্রকারে আশা করব এই বাজেট নিয়ে যারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছে তা সফল হোক। সবচেয়ে ঘনিষ্ট কৃষিবর্গ বলেছেন, এ বাজেট কৃষি/কৃষকবান্ধব, বর্তমানে ৫০ লক্ষ টন ধান উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়েছে, আগামী বছর থেকে দেশে খাদ্য (চাল) আমদানি করতে হবে না, কৃষকের কোনো বীমার প্রয়োজন নেই, ভর্তুকি কমালে অসুবিধা হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিকল্পনা সদস্য এবং খাদ্যমন্ত্রীর মতে, বর্তমানে প্রায় সোয়া তিন কোটি টন চাল দেশে উৎপাদিত হয়েছে, তাই ভর্তুকি ছাড়াই দেশ আগামী বছর থেকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কিন্তু হল- সোয়া তিন কোটি টন চাল উৎপাদন করতে প্রায় পাঁচ কোটি টন ধান লাগে। পাঁচ কোটি টন ধানে প্রায় দুই কোটি টন তুষ-কুঁড়া পাওয়া যায়। এই কোটি কোটি টন তুষ-কুঁড়া কোথায় গেল? দেশে গ্রামে ঢেঁকি বা ক্ষুদ্র ধানকল নেই বললেই চলে। এখন ধান বানার কাজ করে চাতাল। দেশে কতগুলো চাতাল আছে আর তারা কী পরিমাণ ব্যবহার করেছে তার হিসাব বের করা যায়। বর্তমানে সিংহভাগ কৃষকের বাড়িতে ধানের গোলা নেই, তাহলে এত ধান ছিল কোথায়? সরকারের ধান ক্রয়ের গতি মন্থর তাহলে এই বিপুল পরিমাণ ধান আছে কোথায়? সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাঁচ কোটি টন ধান যদি দেশে উৎপাদিত না হয়ে থাকে তাহলে ভর্তুকি কমানো, উপকরণের মূল্য বাড়ানো, পণ্যমূল্য না বাড়ানো, কৃষির উপর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া প্রভৃতি কাজ দেশের বা সরকারের জন্য সুফল বয়ে আনবে কী? সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মিডিয়ায় কৃষকসভা ও টকশোগুলোর আলোকে প্রায় অর্ধশতাধিক সুপারিশমালা যা কৃষকের বাস্তব সত্য-তথ্য তা আমলে নেওয়ার ব্যাপারে কোনো সবুজ সংকেত দৃশ্যমান নয়। বিগত বছরে কৃষিঋণ ও ভর্তুকি সঠিক সময়ে বিতরণ করতে না পারার কারণ এবং আগামীর জমি হ্রাস-জনবৃদ্ধির পরিস্থিতি ভিত্তিক কৃষকের সুপারিশসমূহ প্রতিপালন না করলে যে এই বাজেট বিভিন্ন সাময়িক সুবিধার বাজেট হিসাবে চিহ্নিত হবে সেটা সবাই জানেন। বিগত সময়ের সকল রেকর্ড ভেঙে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক ধান বিক্রি করতে না পেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, এটা খুব গভীর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়।

ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মত (২০০৯-১০ অর্থবছর) বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, কৃষির উন্নতি হলে কৃষক বাঁচবে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। এ কথা বলার পর থেকেই কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ কমানো হতে থাকে, সারের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের ধারাবাহিকতায় কমানো হয়নি। মনে হয় ভর্তুকি ও সারের কম মূল্যের কারণে অর্থমন্ত্রীর 'কৃষি ও কৃষক' মারা যাচ্ছিল। তাই 'কৃষি ও কৃষক' কে বাঁচিয়ে দেশকে বাঁচানোর জন্য ভর্তুকি কমানো হল, সারের মূল্য কমানো হল না।

পত্রিকার সূত্রমতে, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে চলতি অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ৪১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগের বছরে এ খাতে বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৭৪৪ কোটি ১২ লাখ টাকা অর্থাৎ ৬৬৭ কোটি টাকা কম। আরো বলা হয়েছে গত বছরের চেয়ে এ বছর এডিপি বরাদ্দ অন্তত ১ শতাংশ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ 'কৃষি ও কৃষক' কে বাঁচানোর জন্য বিনিয়োগ কমানো হয়েছে, যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি কমানোর বদলে তা বাড়িয়ে দেবে (!) যা হোক সরকারের মতে, দেশে শিক্ষিত ও সচেতন লোকের সংখ্যা বাড়ছে, বুঝদার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ আগের চেয়ে ভাল-মন্দ বুঝতে শুরু করেছে। বাজেট বিষয়ে কৃষক সমাবেশের বক্তব্য শুনে তাই মনে হয়েছে। সত্য এবং বাস্তব হল কৃষি মন্ত্রণালয়ের চাকরিজীবীদের ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি, নতুন নিয়োগ, তেল-বিদ্যুতের কারণসহ আনুষাঙ্গিক করণে ১০% পর্যন্ত ব্যয় বাড়বে, কৃষি উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি ও মূল্য-মুদ্রা স্ফীতির কারণে ১৫% পর্যন্ত ব্যয় বাড়াবে। সুদের হার বেড়েছে। এসব ৪-৫টি খাতের ব্যয় বাড়ার কারণে সামগ্রিক ব্যয় অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তে পারে। সুতরাং বিগত বছরের বাজেট ৬৭৪৪ কোটি হলে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি হারে তাতে ১৩৪৮ কোটি টাকা বাড়ে। এতে বর্তমান বছরের বাজেট ৮০৯২ কোটি টাকা হয়। তার মধ্যে হয়েছে ৭৪১১ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬৮১ কোটি টাকা কম। সুতরাং কৃষি ও কৃষককে বাঁচানোর জন্য বাজেট কীভাবে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেয়েছে, কীভাবে কৃষকবান্ধব হয়েছে তা সকলেই বুঝতে পারছে। অনিবন্ধিত বিপণন দল ও কৃষক দলসহ (যা সংবিধিবদ্ধ নয়) অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় কৃষির উন্নয়কল্পে হাজারো সুন্দর সুন্দর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফাইনালে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে যা বাগাড়ম্বর ব্যতীত কিছুই না। এ ছাড়া বিশ্লেষকদের মতে, সামগ্রিক খাত ভিত্তিতে ৫টি মন্ত্রণালকে একত্রিত করে যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার বড় অংশই প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ইংরেজিতে বাজেট শব্দের মাঝখানে একটি 'D' অক্ষর রয়েছে যা লেখায় আসে কিন্তু উচ্চারণে আসে না, ডিলিট হয়ে যায়। কৃষির ভাগ্যেও তাই। যা দেয়া হয় তাও সময়ে সময়ে খাবলা খাবলা ডিলিট হয়ে পল্লী উন্নয়নের অকৃষি নির্মাণ ও সেবা খাতে চলে যায়, আর সেই পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দুর্বল কৃষির গাঁটছড়া বেঁধে দিতে চাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। এ জন্যই ৬ জেলার ২৫ হাজার সচেতন কৃষক একবাক্যে বলেছিল-" কৃষির জন্য আলাদা বাজেট চাই" এতে কৃষি ও কৃষক বাঁচবে, দেশ বাঁচবে।